বাঙালির বঙ্গবন্ধু

বাঙালির বঙ্গবন্ধু

মোঃ ফখরুল ইসলাম

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : তারিক ইসলাম
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Bangalir Bangobondhu by **Md. Fakhrul Islam**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 200.00
US $ 10

ISBN 978 984 95130 8 7

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

অর্পণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মানসকন্যা
দেশরত্ন উন্নয়নের রূপকার
সুযোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে

মুখবন্ধ

বিশ্বের ইতিহাসে বিগত দিনের যেসমস্ত মহানায়করা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গিয়েছেন। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। সেই মহান মানুষদের সারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো নীল আকাশে জ্বলজ্বল করছে। বাঙালি জাতির পরাধীনতার শিকল ছিন্ন করার লক্ষ্যে যে মানুষটি অক্লান্ত পরিশ্রম, আত্মত্যাগ এবং বহুকষ্ট সহ্য করে এই দেশের মানুষের ভেতরে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছেন, ছিনিয়ে এনেছেন কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন স্বাধীনতা সে-ই মানুষটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে জানাই অন্তরের অন্তস্তল থেকে গভীর শ্রদ্ধা।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এযাবৎ হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে। সেই লেখনীর ভিড়ে 'বাঙালির বঙ্গবন্ধু' নামে আমার এই বইটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র। বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে তাঁর জীবনধারা তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রম, সামাজিক কর্মকা–, মানুষের কল্যাণে তাঁর মহানুভবতা এই সমস্ত দিক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর সঠিক দিকনির্দেশনা, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া। এই সমস্ত সফল কর্মতৎপরতার সঠিক ও নির্ভুল তথ্য এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠকদের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আশা করি আমার এই বইটি পাঠ করে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি ও তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে এই বাঙালি জাতি আরও অনেক কিছু অবগত হতে পারবেন।

ধন্যবাদান্তে
মো. ফখরুল ইসলাম

সূচিপত্র

বাঙালির বঙ্গবন্ধু ১১
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ৪৫
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের পূর্ণাঙ্গ ভাষণ একটি আন্তর্জাতিক দলিল ৭৯
একনজরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮৫

বাঙালির বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। অন্য আর দশজনের সাথে তাঁকে কোনো বিশেষণ দিয়ে কোনোভাবেই পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। তিনি বাংলাদেশের সৃষ্টিকারক। তিনি বাঙালি জাতির মহান চেতনার মহাপুরুষ। বাঙালি জাতীয়তাবাদীর প্রতিষ্ঠাতা। তার গৌরবময় কর্মজীবন হাজার বছরের বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস। তিনিই এই বাঙালি জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন স্বাধীনতার। তাঁর নির্দেশে এই বীর বাঙালি জাতি মৃত্যুকে পরোয়ানা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে।

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন দেশের নতুন ভূখণ্ডের সৃষ্টিকারক তিনি। তিনি ছিলেন সফল একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর আহ্বানে স্বাধীনতার জন্য জাগ্রত হয়েছিল ঘুমন্ত বাঙালি। তিনি সেই ৭ই মার্চ স্বাধীনতার জন্য বলেছিলেন মনে রাখবা, রক্ত যখন

দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন-সহ দেশের মানুষের কল্যাণে তাঁর কর্মতৎপরতা অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। নব্য ইতিহাস তৈরির পেছনে একদিন তিনি নিজেই হয়ে যান ইতিহাস। অতুলনীয় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল তাঁর। এই বাঙালি জনগণের জন্য হৃদয়ভরা ছিল তাঁর প্রেম ও ভালোবাসা। তিনি কোনো শক্তির কাছে এই জাতির জন্য আপস করেননি। করেননি মাথা নত।

তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক। জনদরদি, রাজনৈতিক এক মহান মানুষ। আর এই মহান নেতাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এবার আমরা ইতিহাসের পেছনে ফিরে যাব। আমাদের এই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সাধারণ এক পরিবারের সন্তান।

এই মহান নেতার জন্ম বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান। মাতার নাম সায়েরা খাতুন। গ্রামের আর দশটি সাধারণ পরিবারের মতন কেটেছে তাঁর শৈশবকাল। ছেলেবেলায় খুবই দুরন্ত ছিলেন এই মহান নেতা। তাঁর এই দুরন্তপনা দিয়ে মাতিয়ে রাখতেন সারাগ্রাম। গ্রামের সকলে তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি হলেন শেখ মুজিব। সূচনা হলো তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের। ছেলেবেলায় বেরিবেরি অসুখের কারণে তাঁর শিক্ষাজীবন থেমে যায়। মারাত্মক অসুখে তাঁর চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। এই রোগের কারণে তখন থেকেই তিনি চশমা পরা শুরু করেন। এরপর তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলেন। ক্লাসের অন্য ছাত্রদের চেয়ে তাঁর বয়স একটু বেশি হওয়াতে সহপাঠীদের মধ্যে ঘটতে থাকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি কোনো ধরনের অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। বিদ্যালয়ে তিনি সবার নিকট সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। খেলাধুলাতেও তিনি ছিলেন প্রবল উৎসাহী। তৎসময়ে ব্রতচারী নৃত্যের মাধ্যমে দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন তিনি। সেইসাথে সব সময় সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক কাজের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন তিনি।

১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে শিক্ষার জন্য পাড়ি জমালেন কলকাতায়। সেখানে তিনি ভর্তি হলেন ইসলামিয়া কলেজে। স্কুলজীবন থেকে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক উন্মেষ দেখা যায়। সেই সময়ের অগ্রসর রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের অঙ্গ সংগঠন নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের তিনি ছিলেন একজন কাউন্সিলার। স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় পরিচয় ঘটে দুই প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে।

শেখ মুজিবের সৎসাহস, তেজস্বী মনোভাব ও সততার কারণে এই দুই নেতা পছন্দ করতেন ও ভালোবাসতেন। পরবর্তী সময়ে এই দুই নেতা রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে আলোড়িত ও প্রভাবিত করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার আশা ছিল তাঁর ছেলে লেখাপড়া শিখে একজন আইনজীবী হবেন। তাই বলে তিনি কোনোদিন ছেলের মতামতকে অগ্রাহ্য করেননি।

১৯৪৪ সালে শেখ মুজিব আইএ পাশ করলেন। তখন ভারতবর্ষে বিপ্লব ও আন্দোলনের উত্তাল স্রোতোধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসী তখন ঐক্যবদ্ধ। জনসমাজের মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবিতে সকল রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শেখ মুজিবও তাতে অংশগ্রহণ করলেন। ব্রিটিশ হটাও আন্দোলনে একজন তরুণ কর্মী হিসেবে তিনি যোগদান করলেন। তৎকালীন সময়ে কলেজের বার্ষিক নির্বাচনে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জয়ী হলেন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বুঝতে পারলেন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দক্ষতাকে। মানুষকে বোঝাতে এবং দলের প্রতি তাদের আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে তার

জনসংযোগ প্রচারণামূলক কাজে শেখ মুজিব তাঁর সাফল্যকে সেই সাধারণ নির্বাচনে তার প্রমাণ তিনি দিলেন। সেই থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির জগতে পা রাখলেন শেখ মুজিব। বিভিন্ন এলাকায় সভা আহ্বান করে তিনি তাঁর জ্বালাময়ী বক্তব্য দিতে লাগলেন। তাঁর গোছালো বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি মানুষের মনে স্থান করে নিতে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

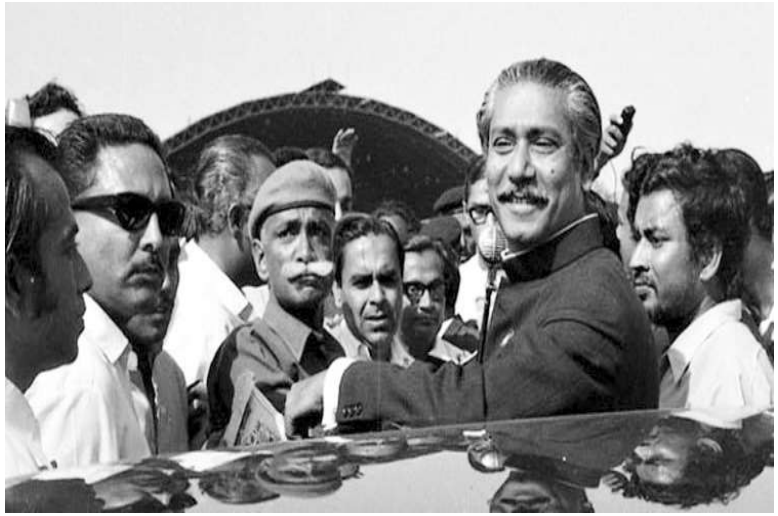

১৯৪৬ সালে কলকাতায় সংঘটিত হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এই দাঙ্গা এক সময় ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলাতে। সেই সময় শেখ মুজিবের মহানুভবতা ও মানবতা আত্মা কেঁদে ওঠে। তিনি সেই সময় রিলিফ কমিটির সাথে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

এক সময় রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন শুরু হলো। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ মুক্ত হলো ভারতবর্ষ। আর তখন সৃষ্টি হলো দুটি নতুন দেশ। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এলো আমূল পরিবর্তন। দুটি দেশের নামকরণ হলো। একটি দেশের নাম হলো ভারত, আর অপর দেশের নাম হলো পাকিস্তান। দুভাগে ভাগ হয়ে গেল বাংলা। পূর্ববঙ্গ মুসলমানদের বেশি বসবাস বলে পাকিস্তানের অংশ হলো। দেশের নামকরণ হলো পূর্ব পাকিস্তান। ঢাকা হলো এই পূর্ব পাকিস্তানের নতুন রাজধানী। দেশভাগের পরপরই অনেক বনেদি মুসলিম পরিবারগণ ঢাকায় আসতে লাগলেন। শেখ মুজিবও চলে এলেন ঢাকাতে। শুরু হলো শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের পথচলা। ন্যায়নীতি সততা ও নিষ্ঠাবান এই মহান নেতার আগমন ঘটল এই পূর্ব বাংলাতে। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সব সময় শোষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছেন বাংলার মানুষকে। জীবনের এই উত্থানলগ্ন থেকেই জীবনের বাকি প্রতিটি দিন তিনি বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে গিয়েছেন। দেশভাগ হলো ঠিকই অসাম্য, শোষণ, বিদেশি

শাসনের শৃঙ্খল আগের মতোই বহাল তবিয়তে চলতে লাগল। দেশভাগের পর বাঙালি জাতির ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটল না। নতুন সৃষ্ট রাষ্ট্রে শুরু হলো প্রথমেই ভাষা আন্দোলন। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

এই বাঙালি জাতি এই হীন ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে শুরু করল ভাষা আন্দোলন। আন্দোলনকে বেগবান করতে গঠিত হলো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হলো। ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর মতো বড়ো মাপের নেতাদের আহ্বানে ছাত্রছাত্রী, বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী সকলের সমন্বয়ে গড়ে তুলল তীব্র আন্দোলন। শেখ মুজিবকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বিশেষ ক্ষমতা আইনে সেই সময় গ্রেফতার করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতা যখন মিছিল করেন তখন ঐ মিছিলে গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়। শেখ মুজিব ঐ ঘটনার সময় জেলখানাতে ছিলেন। ঐ মিছিলে গুলি করে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে শেখ মুজিব জেলখানাতে বসে অনশন ধর্মঘট করেন। এ সময় মুসলিম লীগ সরকারের জাতিবিরোধী মনোভাব, ধর্মীয় রাজনীতির শোষণ ও

নির্যাতনের প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতারা মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আস্থা হারিয়ে মতাদর্শে বিরোধ সৃষ্টি হওয়াতে মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৯ সালে বাঙালি জাতির স্বার্থ রক্ষার্থে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। জেলখানায় বন্দি থাকা শেখ মুজিবকে নির্বাচিত করা হলো ঐ দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে। শেখ মুজিব তৎসময়ে ঐ দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন হিন্দু-মুসলিম নয় সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থাশীল একটি দল গঠন করতে হবে। ১৯৪৯-এর জুলাই মাসে শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে এসে দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন।